দানাম্মা ওরফে সুমন সুরপুর এবং আরেকজন

বনাম

অমর এবং অন্যান্যরা

(২০১৮ সালের দেওয়ানি আপিল নম্বর ১৮৮-১৮৯)

১লা ফেব্রুয়ারি, ২০১৮

[এ. কে. সিকরি এবং অশোক ভূষণ, বিচারপতি]

হিন্দু উত্তরাধিকার (সংশোধন) আইন, ২০০৫ – ধারা নং ৬ – প্রযোজ্যতা – এক 'জিএস' ২০০১ সালে মারা যান, তাঁর বিধবা স্ত্রী, দুই মেয়ে (আপিলকারী) এবং দুই ছেলে, যার মধ্যে 'একে' অন্তর্ভুক্ত ছিল – উত্তরদাতা নং ১ ('একে'-র ছেলে) কর্তৃক দায়ের করা বাটোয়ারার মামলাটি বিচার আদালত দ্বারা ডিক্রি করা হয়েছিল, যেখানে বলা হয়েছিল যে আপিলকারীরা কোনো অংশের অধিকারী নন কারণ তারা ১৯৫৬ সালের আইন প্রণয়নের পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছিলেন – আপিলকারীদের দ্বারা দায়ের করা আপিল হাইকোর্ট দ্বারা খারিজ করা হয়েছিল – এর বিরুদ্ধে পুনর্বিবেচনার আবেদনও খারিজ করা হয়েছিল – স্থির করা হয়েছেঃ সংশোধিত ধারা ৬ অনুযায়ী, ২০০৫ সালের সংশোধন আইন কার্যকর হওয়ার পর থেকে, একজন সহ-অংশীদারের কন্যা জন্মসূত্রে পুত্রের মতোই নিজের অধিকারে একজন সহ-অংশীদার হবেন – ২০০৫ সালের সংশোধন আইন সহ-অংশীদারের কন্যাকে সহ-অংশীদারি সম্পত্তিতে পুত্রের মতোই সমান অধিকার ও দায়বদ্ধতা প্রদান করে – বর্তমান ক্ষেত্রে, বাটোয়ারার মামলাটি ২০০২ সালে দায়ের করা হয়েছিল, তবে, মামলার বিচারাধীন থাকাকালীন, ধারা ৬ সংশোধন করা হয়েছিল – বিচার আদালত কর্তৃক ডিক্রি শুধুমাত্র ২০০৭ সালে জারি করা হয়েছিল – এইভাবে, আপিলকারীদের অধিকার ২০০৫ সালে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল – বর্তমান ক্ষেত্রে, বাটোয়ারার মামলার বিষয়বস্তু ছিল যৌথ পারিবারিক সম্পত্তি, সুতরাং, উক্ত বাটোয়ারার মামলায়, আপিলকারীদেরও অংশ বর্তাবে – যেহেতু 'জিএস' আপিলকারী, দুই ছেলে এবং একজন বিধবা স্ত্রীকে রেখে মারা গেছেন, উভয় আপিলকারী সম্পত্তির ১/৫ অংশ করে পাওয়ার অধিকারী হবেন – যেহেতু 'একে' এর ১/৫ অংশ থাকবে, এটি বাটোয়ারার সময় আরও পাঁচটি ভাগে বিভক্ত হবে, অর্থাৎ 'একে', তার স্ত্রী, তার দুই মেয়ে এবং ছেলে (উত্তরদাতা নং ১) এর মধ্যে – এইভাবে, উত্তরদাতা নং ১ সম্পত্তির ১/২৫ অংশের অধিকারী হবেন – হিন্দু উত্তরাধিকার আইন, ১৯৫৬।

মামলা – বাটোয়ারার মামলা – প্রাথমিক ডিক্রি – সংশোধিত ধারা ৬ অনুযায়ী সহ-অংশীদারী সম্পত্তিতে কন্যাদের অধিকারের উপর এর প্রভাব – আদেশ করা হয়েছে: সংশোধিত ধারা ৬ অনুযায়ী সহ-অংশীদারী সম্পত্তিতে কন্যাদের অধিকার শুধুমাত্র একটি প্রাথমিক ডিক্রি জারি হওয়ার কারণে হারায় না – বাটোয়ারা মামলায়, বাটোয়ারা চূড়ান্ত হয় শুধুমাত্র চূড়ান্ত ডিক্রি জারি হওয়ার মাধ্যমে

– যেখানে এই ধরনের পরিস্থিতি উদ্ভূত হয়, প্রাথমিক ডিক্রিকে ২০০৫ সালের সংশোধনীর মাধ্যমে আইনের পরিবর্তনের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে সংশোধন করতে হবে – হিন্দু উত্তরাধিকার (সংশোধন) আইন, ২০০৫ – ধারা ৬।

আপিল মঞ্জুর করে, এই আদালত

আদেশঃ ১.১. ২০০৫ সালের সংশোধনী আইনের মাধ্যমে ১৯৫৬ সালের হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের ৬ নম্বর ধারার সংশোধনী আপিলকারীদের পক্ষে সন্দেহাতীতভাবে বিষয়টিকে সমর্থন করে। এই সংশোধনী এখন সহ-উপাধিকারীর কন্যাকেও পুত্রের মতোই তার নিজস্ব অধিকারে সহ-উপাধিকারীর মর্যাদা প্রদান করে এবং সহ-উপাধিকারী সম্পত্তিতে একই অধিকার এবং দায়বদ্ধতা প্রদান করে যা পুত্র হলে তার থাকত।

১.২। মিতাক্ষরা আইন দ্বারা পরিচালিত যৌথ হিন্দু পরিবারের আইনে অভূতপূর্ব পরিবর্তন আনা হয়েছে। নিকটতম মহিলা আত্মীয়দের, অর্থাৎ সহ-স্বজনের কন্যাদের প্রতি সমান আচরণের ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনীয়তা মোকাবেলা করার জন্য এই পরিবর্তনগুলি আনা হয়েছে। ধারাটিতে বলা হয়েছে যে একজন কন্যা তার জন্ম থেকেই সহ-স্বজন হবেন এবং পুত্রের মতোই অধিকার এবং দায়বদ্ধতা থাকবে। কন্যার সম্পত্তি থাকবে যা তার সহ-স্বজন সম্পত্তি হিসাবে প্রাপ্য, যা উইল বা অন্য কোনও উইল দ্বারা তার দ্বারা নিষ্পত্তি করা সম্ভব এমন সম্পত্তি হিসাবে ব্যাখ্যা করা হবে। এই পরিবর্তনগুলি সমতার ভিত্তির উপর ভিত্তি করে তৈরি করার চেষ্টা করা হয়েছে, এইভাবে একটি কন্যার উপর যে অনুভূত অক্ষমতা এবং পক্ষপাতের শিকার হয়েছিল তা দূর করার চেষ্টা করা হয়েছে। ২০০৫ সালে হিন্দু উত্তরাধিকার আইন, ১৯৫৬ সংশোধন করে যে মৌলিক পরিবর্তনগুলি আনা হয়েছিল, তা সম্ভবত রোস্কো পাউন্ডের বিখ্যাত গ্রন্থ, "আইন আদর্শ উপাদান আইন"-এ প্রকাশিত অমর কথাগুলিরই একটি উপলব্ধি, যেখানে তিনি বলেছিলেন, "আইন অবশ্যই স্থিতিশীল থাকতে হবে এবং তবুও এটি স্থির থাকতে পারে না।" অতএব, আইন সম্পর্কে সমস্ত চিন্তাভাবনা স্থিতিশীলতার প্রয়োজনীয়তা এবং পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার বিরোধপূর্ণ দাবিগুলির সমন্বয় সাধনের জন্য সংগ্রাম করেছে।

প্রকাশ এবং অন্যান্য বনাম ফুলাবতী এবং অন্যান্য (২০১৬) ২ এস. সি. সি ৩৬-এর উপর নির্ভরশীল।

সদাশিব সাখারাম পাতিল বনাম চন্দ্রকান্ত গোপাল দেসালে ২০১১ (৫) বোম সি আর ৭২৬; বদ্রিনারায়ণ শঙ্কর ভান্ডারি বনাম ওমপ্রকাশ শঙ্কর ভান্ডারি এআইআর ২০১৪ বোম ১৫১; প্রভাত চন্দ্র পট্টনায়েক বনাম শরৎ চন্দ্র পট্টনায়েক এআইআর ২০০৮ ওরি. ১৩৩; সুগলাবাই বনাম গুন্দাপ্পা এ. মারাডি আইএলআর ২০০৭ কার ৪৭৯০; রাখি গুপ্তা বনাম জহুর আহমদ ১৯৭ (২০১৩) ডিএলটি ১৫৪ – অনুমোদিত।

বৈশালী সতীশ গোনারকার বনাম সতীশ কেশোরাও গোনারকার এআইআর ২০১২ বোম ১১০ – অনুমোদিত নয়।

রোস্কো পাউন্ড দ্বারা রচিত "দ্য আইডিয়াল এলিমেন্ট ইন ল" – উল্লেখিত হয়েছে।

১.৩। ধারা ৬, সংশোধিত হিসাবে, এই বিধান দেয় যে সংশোধিত আইন, ২০০৫ এর প্রবর্তন থেকে, একজন সহ-অংশীদারের কন্যা জন্মসূত্রে তার নিজস্ব অধিকারে একজন সহ-অংশীদার হবেন, ঠিক যেমন পুত্র হয়। এটি স্পষ্ট যে এই ধারার অধীনে পুত্রদের এবং পুরাতন হিন্দু আইন অনুযায়ী তাদের জন্ম থেকে সহ-অংশীদার হিসাবে গণ্য করার যে মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল, তা এখন কন্যাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সংশোধিত বিধান এখন জন্ম থেকে কন্যাদের সহ-অংশীদার হওয়ার অধিকারকে আইনগতভাবে স্বীকৃতি দেয়। ধারাটি একই শব্দ ব্যবহার করে "পুত্রের মতো" অধিকারের কথা বলে। অতএব, এটি স্পষ্ট হওয়া উচিত যে একজন সহ-অংশীদারের পুত্র এবং কন্যা উভয়কেই জন্মসূত্রে সহ-অংশীদার হওয়ার অধিকার দেওয়া হয়েছে। সহ-অংশীদারিত্বে জন্মই সহ-অংশীদারিত্ব তৈরি করে, তাই একজন সহ-অংশীদারের পুত্র ও কন্যারা জন্মসূত্রে সহ-অংশীদার হয়। সহ-অংশীদারিত্বের সম্পত্তির অধিকারের হস্তান্তর পরবর্তী পর্যায় এবং একজন সহ-অংশীদারের মৃত্যুর ফল। সহ-অংশীদারিত্বের প্রথম পর্যায় স্পষ্টতই এর সৃষ্টি, যা সুপরিচিত। সহ-অংশীদারিত্বের একটি ঘটনা হলো একজন সহ-অংশীদারের মর্যাদার বিচ্ছেদ চাওয়ার অধিকার। সুতরাং, সহ-অংশীদারদের অধিকার জন্ম থেকে উদ্ভূত হয় এবং প্রবাহিত হয় (কন্যা সহ) যেমনটি উপ-ধারা ১ (ক) এবং (খ) থেকে স্পষ্ট। বাটোয়ারার অধিকার বাতিল করা হয়নি। এই অধিকার সহজাত এবং যে কোনো সহ-অংশীদার এটি ব্যবহার করতে পারে, এমনকি একজন কন্যাও যিনি এখন একজন সহ-অংশীদার।

স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া বনাম ঘামান্ডি রাম এআইআর ১৯৬৯ এসসি ১৩৩০ : [১৯৬৯] ৩ এসসিআর ৫১ - উল্লিখিত।

১.৪। বর্তমান ক্ষেত্রে, কোনো সন্দেহ নেই যে, ২০০২ সালে বাটোয়ারার মামলা দায়ের করা হয়েছিল। তবে, এই মামলা বিচারাধীন থাকাকালীন, আইনের ৬ নং ধারা সংশোধিত হয়েছিল এবং বিচার আদালত কর্তৃক ডিক্রি জারি হয়েছিল ২০০৭ সালে। সুতরাং, আপিলকারীদের অধিকার ২০০৫ সালে সুনির্দিষ্ট হয়েছিল এবং এই বিষয়টি বিচার আদালত এবং হাইকোর্ট উভয়কেই মনে রাখতে হবে। সংশোধিত ৬ নং ধারা অনুসারে সহ-অংশীদারিত্বের সম্পত্তিতে কন্যাদের অধিকার কেবল একটি প্রাথমিক ডিক্রি জারি হওয়ার কারণে হারানো যায় না। বাটোয়ারা মামলার ক্ষেত্রে, একটি চূড়ান্ত ডিক্রি জারি হওয়ার পরই বাটোয়ারা চূড়ান্ত হয়। যেখানে এমন পরিস্থিতি দেখা দেয়, সেখানে ২০০৫ সালের সংশোধনীতে আইনের পরিবর্তন বিবেচনা করে প্রাথমিক ডিক্রি সংশোধন করতে হবে। ঘটনাগতভাবে, এই সম্পত্তির মালিকানা নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই যা বাটোয়ারা মামলার বিষয় ছিল এবং 'জিএস' এর প্রস্তাবিত সম্পত্তি ছিল উক্ত যৌথ পারিবারিক সম্পত্তি। উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, উক্ত বাটোয়ারা মামলায়, আপিলকারীরাও সম্পত্তির অংশীদার হবেন। যেহেতু, 'জিএস' দুই পুত্র, দুই কন্যা এবং একজন বিধবা রেখে গেছেন, উভয় কন্যা, অর্থাৎ আপিলকারীরা উক্ত সম্পত্তিতে ১/৫ অংশীদারিত্বের অধিকারী হবেন। বাদী (উত্তরদাতা নং ১) হলেন 'একে' (প্রতিরক্ষা নং ১) এর পুত্র। যেহেতু, 'একে' এর ১/৫ অংশ থাকবে, তাই সম্পত্তি পাঁচ ভাগে বিভক্ত হবে, অর্থাৎ উত্তরদাতা নং ১ 'একে', তার স্ত্রী উত্তরদাতা নং ২, তার দুই কন্যা উত্তরদাতা নং ৩ ও ৪ এবং পুত্র/বাদী (উত্তরদাতা নং ১) এর মধ্যে। এইভাবে, বাদী/উত্তরদাতা নং ১ সম্পত্তিতে ১/২৫ অংশের অধিকারী হবেন।

গন্ডুরি কোটেশ্বরাম্মা এবং আরেকজন. বনাম চাকিরি ইয়ানাদি এবং আরেকজন. (২০১১) ৯ এস. সি. সি ৭৮৮: [২০১১] ১২ এস. সি. আর ৯৬৮-এর উপর নির্ভরশীল,

অনার দেবী এবং অন্যান্য বনাম পরমেশ্বরী দেবী এবং অন্যান্য। (২০০৬) ৮ এস. সি. সি ৬৫৬: [২০০৬] ৬ সম্পূরক. এস. সি. আর ৩৭০-উল্লেখ করা হয়েছে।

মুল্লা, হিন্দু আইনের নীতিমালা ১৭তম সংস্করণ, খণ্ড ১১, পৃ. ২৫০ -উল্লেখ করা হয়েছে।

মামলা প্রসঙ্গ

[২০০৬] ৬ সাপ্লিমেন্টারি এসসিআর ৩৭০	রেফার করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৭
এআইআর ২০১২ বোম ১১০	অনুমোদিত নয়	অনুচ্ছেদ ২১
২০১১ (৫) বোম সিআর ৭২৬	অনুমোদিত	অনুচ্ছেদ ২১
এআইআর ২০১৪ বোম ১৫১	অনুমোদিত	অনুচ্ছেদ ২১
এআইআর ২০০৮ ওরি ১৩৩	অনুমোদিত	অনুচ্ছেদ ২১
আইএলআর ২০০৭ কার ৪৭৯০	অনুমোদিত	অনুচ্ছেদ ২১
১৯৭ (২০১৩) ডিএলটি ১৫৪	অনুমোদিত	অনুচ্ছেদ ২১
(২০১৬) ২ এসসিসি ৩৬	এর উপর নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২২
[১৯৬৯] ৩ এসসিআর ৫১	রেফার করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২৫
[২০১১] ১২ এসসিআর ৯৬৮	এর উপর নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২৭

দেওয়ানী আপিল এখতিয়ারঃ ২০১৮ সালের দেওয়ানী আপিল নং ১৮৮ - ১৮৯,

কর্ণাটক হাইকোর্ট ধারওয়াদের সার্কিট বেঞ্চের ২০০৮ সালের আর.এফ.এ. নং ৩২২ (পিএআর) এর ২৫.০১.২০১২ তারিখের রায় এবং আদেশ এবং ২০০৮ সালের আর.এফ.এ. নং ৩২২ (পিএআর) এর ২০১২ সালের আর.পি. নং ১৫৩৩ এর ১৮.১০.২০১২ তারিখের চূড়ান্ত আদেশ থেকে।

এস. এন. ভাট, আপিলকারীদের পক্ষের আইনজীবী.

এইচ. চন্দ্র শেখর, উত্তরদাতাদের পক্ষের আইনজীবী,

আদালতের রায়টি প্রদান করেছিলেন

এ. কে. সিক্রি, বিচারপতি- এখানে যে দুইজন আপিলকারী আছেন, তারা হলেন হিন্দু যৌথ পরিবারের প্রস্তাবক গুরালিংগাপ্পা সাওয়াদির কন্যা। এই দুই কন্যা ছাড়াও, তার দুই পুত্র ছিল, যাদের নাম অরুণকুমার এবং বিজয়। গুরালিংগাপ্পা সাভাদি ২০০১ সালে মারা যান এবং তার দুই কন্যা, দুই পুত্র ও বিধবা স্ত্রী সুমিত্রাকে রেখে যান। তার মৃত্যুর পর, অমর, অরুণকুমারের পুত্র বাদীপত্রের তফসিল খ থেকে ঙ পর্যন্ত বর্ণিত মামলার সম্পত্তির বাটোয়ারা এবং পৃথক দখলের জন্য মামলা দায়ের করেন, যেখানে বলা হয় যে দুই পুত্র এবং বিধবা উপরোক্ত সম্পত্তির যৌথ মালিকানায় ছিলেন সহ-অংশীদার হিসেবে এবং তফসিল খ-এ উল্লিখিত সম্পত্তি যৌথ পরিবারের কেন্দ্র থেকে গুরালিংগাপ্পা সাভাদির নামে অধিগ্রহণ করা হয়েছিল।

এখানে তাঁর দ্বারা উত্থাপিত মামলাটি ছিল যে, বর্তমান আপিলকারীরা উক্ত যৌথ পরিবারের সহ-অংশীদার ছিলেন না কারণ তাঁরা হিন্দু উত্তরাধিকার আইন, ১৯৫৬ (এরপর থেকে 'আইন' হিসাবে উল্লিখিত) প্রণয়নের পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আরও আবেদন করা হয়েছিল যে তাঁরা বিবাহিত কন্যা ছিলেন এবং তাঁদের বিবাহের সময় সোনা ও অর্থ পেয়েছিলেন এবং সেই কারণে তাঁদের অংশ ত্যাগ করেছিলেন।

২. এখানে আপিলকারীরা এই বলে মামলাটির বিরোধিতা করেন যে তারা গুরালিংগাপ্পা সাভাদির কন্যা হওয়ার কারণে এবং তিনি ১৯৫০ সালের আইন কার্যকর হওয়ার আগেই মারা যাওয়ার কারণে যৌথ পারিবারিক সম্পত্তিতে অংশ পাওয়ার অধিকারী।

৩. বিচারিক আদালত, মামলাটি ডিক্রি করার সময় এই রায় দেয় যে আপিলকারীরা কোনো অংশ পাওয়ার অধিকারী নন কারণ তারা আইন প্রণয়নের আগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং তাই তাদের সহ-অংশীদার হিসাবে গণ্য করা যাবে না। বিচার আদালত বিকল্প যুক্তিও প্রত্যাখ্যান করে যে, ২০০৫ সালের আইন সংশোধনী অনুযায়ী, আপিলকারীরা উক্ত সম্পত্তিতে কোনো অংশ অর্জন করেছে। বিচার আদালতের এই দৃষ্টিভঙ্গি ২৫শে জানুয়ারি, ২০১২ তারিখের হাইকোর্টের আপিলকৃত রায় দ্বারা বহাল রাখা হয়, যার ফলে বাটোয়ারার মামলায় ৯ই আগস্ট, ২০০৭ তারিখের ডিক্রি নিশ্চিত করা হয়।

৪. উপরোক্ত প্রেক্ষাপটে, এই আপিলে বিবেচনার জন্য যে আইনি প্রশ্নটি উত্থাপিত হয় তা হলো, আপিলকারীরা, গুরালিংগাপ্পা সাভাদির কন্যা হওয়া সত্ত্বেও, তাদের অংশ থেকে বঞ্চিত করা যাবে কিনা এই যুক্তিতে যে তারা আইন প্রণয়নের আগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং তাই তাদের সহ-অংশীদার হিসাবে গণ্য করা যাবে কি না? বিকল্প প্রশ্নটি হলো, হিন্দু উত্তরাধিকার (সংশোধন) আইন, ২০০৫ জারি হওয়ার পর, আপিলকারীরা জন্মসূত্রে তাদের "নিজস্ব অধিকারে পুত্রের মতোই" সহ-অংশীদার হবেন কিনা এবং সেই কারণে, পুত্রের সমান অংশের অধিকারী হবেন কিনা?

৫. যদিও আমরা এই মামলায় জড়িত বিরোধের সারসংক্ষেপ এবং এর উদ্ভবনের সংক্ষিপ্ত বাস্তব প্রেক্ষাপট উল্লেখ করেছি, তবে বিষয়টির উৎস বোঝার জন্য আরও কিছু তথ্যের পুনরাবৃত্তি করা প্রয়োজন হতে পারে। আমরা পক্ষগুলির বংশপরিচয় দিয়ে শুরু করতে পারি, যা নিম্নরূপ:

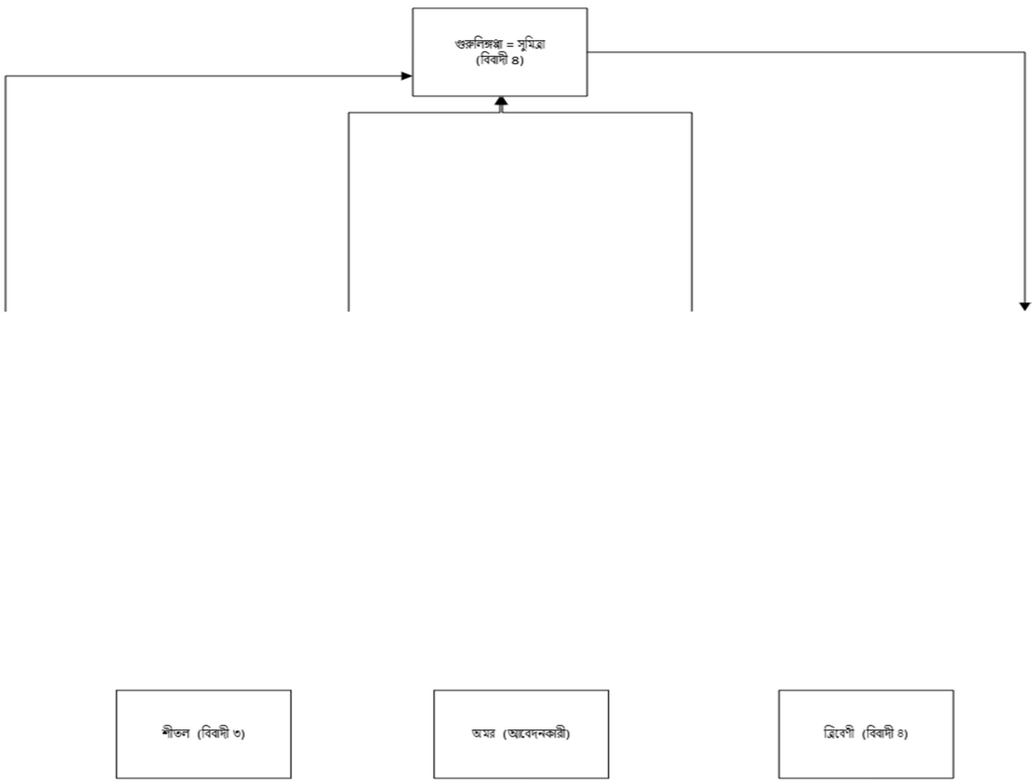

৬। উত্তরদাতা নং ১ এখানে (বাদী) ২০০২ সালের ১লা জুলাই মামলাটি দায়ের করেছিল যেখানে তফসিল সম্পত্তির ১/১৫ ভাগ দাবি করে। উক্ত মামলায়, তিনি সেই সম্পত্তিগুলি উল্লেখ করেছেন যা ভাগ করার প্রয়োজন ছিল।

৭। বাদীপত্রের তফসিল-গ যৌথ পরিবারের বাড়ির সম্পত্তির সাথে আপস করেছে। বাদীপত্রের তফসিল -ঘ যৌথ পরিবারের দোকানের সম্পত্তি নিয়ে গঠিত। বাদীপত্রের তফসিল -ঙ যৌথ পরিবারের অন্তর্গত যন্ত্রপাতি এবং অস্থাবর সম্পত্তি নিয়ে গঠিত। বাদী দাবি করেছেন যে বাদী তফসিল সম্পত্তি যৌথ পরিবারের অন্তর্গত এবং বাদী নং ১, বাদীর বাবা বাদী এবং তার ভাইবোনদের অবহেলা করেছিলেন এবং মামলা, তফসিল সম্পত্তি ভাগ করে নেওয়ার আবেদন করেছিলেন। বাদী যুক্তি দিয়েছিলেন যে সমস্ত মামলা তফসিল সম্পত্তি যৌথ পারিবারিক সম্পত্তি ছিল। বাদী বাদীপত্রের ৫ নং অনুচ্ছেদে যুক্তি দিয়েছিলেন যে প্রস্তাবক, গুরালিংগাপ্পা মামলা দায়ের করার ১ বছর আগে মারা গিয়েছিলেন। বাদীপত্রের ৭ নম্বর অনুচ্ছেদে, বাদী দাবি করেছেন যে মামলার তফসিলের সম্পত্তিতে বিবাদী নং ১-এর ১/৩ ভাগ এবং বিবাদী নং ৫ এবং ৮-এর প্রত্যেকের ১/৩ অংশ রয়েছে। বাদী আরও দাবি করেছেন যে মামলার তফসিলের সম্পত্তিতে বিবাদী নং ৬ এবং ৭-এর কোনও অংশ নেই।

৮. বিবাদী নং ১ (বাদীর বাবা) এবং গুরালিংগাপ্পা সাভাদির ছেলে কোনো লিখিত বিবৃতি দাখিল করেননি। বিবাদী নং ২, ৩ এবং ৪ বাদীর দাবি সমর্থন করে তাদের পৃথক লিখিত বিবৃতি দাখিল করেন। তবে, বিবাদী নং ৫ (উত্তরদাতা নং ৫ এবং গুরালিংগাপ্পা সাভাদির ছেলে) মামলাটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তিনি, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, যুক্তি দেন যে গুরালিংগাপ্পার মৃত্যুর পর বিবাদী নং ১, বিবাদী নং ৫ এবং অন্যদের মধ্যে একটি মৌখিক বাটোয়ারা হয়েছিল এবং সেই বাটোয়ারাে বিবাদী নং ১-কে নির্দিষ্ট কিছু সম্পত্তি এবং বিবাদী নং ৫-কে নির্দিষ্ট কিছু সম্পত্তি বরাদ্দ করা হয়েছিল, এবং বিবাদী নং ৮, সুমিত্রা, গুরালিংগাপ্পা সাভাদির স্ত্রীকে নির্দিষ্ট কিছু সম্পত্তি বরাদ্দ করা হয়েছিল। বিবাদী নং ৫ আরও যুক্তি দেন যে, উক্ত কথিত মৌখিক বাটোয়ারাে বিবাদী নং ৬ এবং ৭-কে কোনো সম্পত্তি বরাদ্দ করা হয়নি।

৯. বিবাদী নং ৫ আরও যুক্তি দেন যে, একটি সম্পত্তি, অর্থাৎ সি.টি.এস নং ৭৭৪ এবং কিছু অন্যান্য সম্পত্তি যৌথ পরিবারের সম্পত্তি ছিল না।

১০. আপিলকারীরা দাবি করেন যে, তারাও তাদের অংশে অধিকারী। সমস্যাগুলি চিহ্নিত করার এবং প্রমাণ নথিভুক্ত করার পর, আদালত ২০০৭ সালের ৯ই আগস্টের রায় ও ডিক্রিতে রায় দেন যে, সি.টি.এস নং ৭৭৪ (বাদীপত্রের তফসিল 'গ'-এর একটি বাড়ি) ব্যতীত মামলার তফসিলভুক্ত সম্পত্তিগুলি যৌথ পরিবারের সম্পত্তি ছিল।

১১. বিচারিক আদালত রায় দেন যে, বাদী, বিবাদী নং ২ থেকে ৪ এবং তার অংশ যৌথ পরিবারের সম্পত্তিগুলিতে ১/৮ ভাগ অংশর অধিকারী। বিচার আদালত আরও উল্লেখ করেন যে, বিবাদী নং ৮ (গুরালিংগাপ্পা সাভাদির স্ত্রী) মামলার বিচারাধীন থাকা অবস্থায় ইনটেস্টেট (উইল না করে) মারা যান এবং তার অংশ কেবল বিবাদী নং ১ ও ৫-এর পক্ষে চলে আসে এবং তাই, বিবাদী নং ১ ও ২-এর উক্ত অংশতে ১/২ ভাগ অংশর অধিকারী। বিচার আদালত নিম্নলিখিত আদেশ দেন:

"বাদীর মামলা ডিক্রি করা হলো এই মর্মে যে, বাদী খ, গ এবং ঘ তফসিলভুক্ত সম্পত্তিগুলিতে (সি টি এস নং ৭৭৪ ব্যতীত) এবং কমিশনারের প্রতিবেদনে উল্লিখিত যন্ত্রপাতি সংক্রান্ত সম্পত্তিগুলিতে তার ১/৮ অংশের বাটোয়ারা ও পৃথক দখলের অধিকারী। কমিশনারদের প্রতিবেদন প্রদর্শক পি-১৬, যেখানে যন্ত্রপাতির তালিকা রয়েছে, তা ডিক্রির অংশ হিসেবে গঠিত হবে।

বিবাদী ২ থেকে ৪ এর প্রত্যেকে উপরের উল্লিখিত সম্পত্তিগুলিতে ১/৮ অংশের অধিকারী এবং ৫ম বিবাদীর ৪/৮ অংশের অধিকারী।"

১২। বিচারিক আদালত এইভাবে আপিলকারীদের কোনো অংশ অস্বীকার করেন।

১৩। বিচারিক আদালতের উক্ত রায় ও ডিক্রিতে ক্ষুব্ধ হয়ে, উত্তরদাতা নং ৬ ও ৭ হাইকোর্টে ২০০৮ সালের আর.এফ.এ নং ৩২২ আপিল দায়ের করেন, যাতে তারা প্রস্তাবকের পুত্রদের, অর্থাৎ উত্তরদাতা নং ১ ও ৫-এর সমপরিমাণ অংশ দাবি করেন।

১৪। হাইকোর্ট তার ২৫শে জানুয়ারী, ২০১২ তারিখের বিতর্কিত রায় এবং আদেশের মাধ্যমে আবেদনটি খারিজ করে দেয়। এরপরে, ৪ঠা মার্চ, ২০১২ তারিখে ৬ ও ৭ নম্বর বিবাদী হাইকোর্টে ২০১২ সালের ১৫৩৩ নং একটি পুনর্বিবেচনার আবেদন দায়ের করেন, যার পরিণতি একই হয়।

১৫। আমরা পক্ষগুলোর বিজ্ঞ আইনজীবীদের বক্তব্য শুনেছি। যেখানে, আপিলকারীদের বিজ্ঞ আইনজীবী হাইকোর্টে করা তার পূর্বের দাখিলকৃত বক্তব্যগুলি পুনর্ব্যক্ত করেছেন এবং উপরে উল্লিখিত হয়েছে, সেখানে উত্তরদাতাদের বিজ্ঞ আইনজীবী আপিলকৃত রায়ে হাইকোর্টের দেওয়া কারণের উপর নির্ভর করে সেই দাখিলকৃত বক্তব্যগুলি খণ্ডন করেছেন।

১৬। প্রথমত, আসুন আমরা ২০০৫ সালের সংশোধনী আইন দ্বারা সংশোধিত হওয়ার আগে, আইনটির ধারা ৬ -এর বিধানগুলি বিবেচনা করি। এই বিধানটি নিম্নরূপ ছিল:

৬। সহ-অংশীদারিত্বের সম্পত্তিতে স্বত্বের হস্তান্তর।—যখন এই আইন কার্যকর হওয়ার পর একজন পুরুষ হিন্দু মারা যান এবং তার মৃত্যুর সময় তার মিতাক্ষরা সহ-অংশীদারিত্বের সম্পত্তিতে স্বত্ব থাকে, তখন তার সেই সম্পত্তিতে স্বত্ব জীবিত সহ-অংশীদারদের মধ্যে উত্তরাধিকারসূত্রে হস্তান্তরিত হবে এবং এই আইন অনুসারে হবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, যদি মৃত ব্যক্তি তার মৃত্যুর সময় তফসিলের শ্রেণী -। -এ উল্লিখিত একজন মহিলা আত্মীয় বা সেই শ্রেণিতে উল্লিখিত একজন পুরুষ আত্মীয়, যিনি এমন মহিলা আত্মীয়ের মাধ্যমে দাবি করেন, তাদের রেখে যান, তাহলে মৃত ব্যক্তির মিতাক্ষরা সহ-অংশীদারিত্বের সম্পত্তিতে স্বত্ব উইল বা ইনটেস্টেট উত্তরাধিকারসূত্রে হস্তান্তরিত হবে, যেমনটি ক্ষেত্রে হতে পারে, এবং উত্তরাধিকারসূত্রে নয়।

ব্যাখ্যা ১।—এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, একজন হিন্দু মিতাক্ষরা সহ-অংশীদারের স্বত্ব সম্পত্তির সেই অংশ বলে বিবেচিত হবে যা তাকে বরাদ্দ করা হত যদি তার মৃত্যুর ঠিক আগে সম্পত্তির বাটোয়ারা হয়ে থাকত, তিনি বাটোয়ারার দাবি করার অধিকারী ছিলেন কিনা তা নির্বিশেষে।

ব্যাখ্যা ২।—এই ধারার অনুবিধিতে যা কিছু আছে, তা এমন কোনো ব্যক্তিকে সক্ষম বলে গণ্য হবে না যিনি মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর পূর্বে সহ-অংশীদারিত্ব থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করেছিলেন, অথবা তার

কোনো উত্তরাধিকারীকে, তাতে উল্লিখিত স্বত্বে ইনটেস্টেসি (উইল ছাড়া মৃত্যু)-এর ভিত্তিতে একটি অংশ দাবি করতে।

১৭। নিঃসন্দেহে, পূর্বোক্ত ধারার ব্যাখ্যা ১-এ বলা হয়েছে যে মৃত মিতাক্ষরার সহ-সম্পত্তির স্বার্থ সম্পত্তির সেই অংশ হিসেবে বিবেচিত হবে যা তার মৃত্যুর ঠিক আগে সম্পত্তির বাটোয়ারা ঘটলে তাকে বরাদ্দ করা হত, তিনি বাটোয়ারা দাবি করার অধিকারী ছিলেন কিনা তা নির্বিশেষে। এই ব্যাখ্যাটি আনার দেবী ও অন্যান্য বনাম পরমেশ্বরী দেবী ও অন্যান্য[১] মামলায় এই আদালতের সামনে ব্যাখ্যার জন্য উত্থাপিত হয়েছিল। আদালত অনুমোদনের সাথে মুল্লার প্রামাণিক গ্রন্থ, হিন্দু আইনের নীতিমালা, ১৭তম সংস্করণ, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৫০ থেকে নিম্নলিখিত অংশটি উদ্ধৃত করেছে যেখানে বিদ্বান লেখক ধারা ৬-এর ব্যাখ্যা ১ ব্যাখ্যা করার সময় নিম্নলিখিত মন্তব্য করেছেন:

"....ব্যাখ্যা ১ 'মিতাক্ষরা সহ-অংশীদারিত্ব সম্পত্তিতে মৃত ব্যক্তির স্বত্ব' অভিব্যক্তিটি সংজ্ঞায়িত করে এবং এর মধ্যে একটি আনুমানিক বাটোয়ারার ধারণা অন্তর্ভুক্ত করে। এটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ যে এই আনুমানিক বাটোয়ারাটি শুধুমাত্র উত্তরাধিকার এবং স্বত্বের হিসাবের উদ্দেশ্যে, যা অন্যথায় উত্তরাধিকারসূত্রে হস্তান্তরিত হতে পারত এবং তফসিলের প্রথম শ্রেণিতে উল্লিখিত আত্মীয়দের স্বত্বে অংশ নির্ধারণের জন্য। মৃত সহ-অংশীদারের স্বত্ব এইভাবে পৃথক করার পর সহ-অংশীদারিত্বের অন্যান্য ঘটনাগুলি অক্ষত থাকে এবং সহ-অংশীদারিত্ব ব্যাহত না হয়ে চলতে পারে। একটি বিধিবদ্ধ অনুমান যা একটি কাল্পনিক অবস্থাকে বাস্তব হিসাবে বিবেচনা করে, তার জন্য প্রয়োজনীয় যে, সেই কল্পিত অবস্থার ফলাফল এবং ঘটনাগুলি এমনভাবে প্রবাহিত বা সহগামী হবে যেন সেই কল্পিত অবস্থাটি বাস্তবে বিদ্যমান ছিল এবং সেই অবস্থার অনিবার্য অনুসিদ্ধান্তগুলিকে কার্যকর করতে হবে।"

৭. বিজ্ঞ লেখক আরও বলেছেন যে:

"আনুমানিক বাটোয়ারা এবং এর অনিবার্য অনুসিদ্ধান্ত ও ঘটনাগুলি শুধুমাত্র এই ধারার উদ্দেশ্যগুলির জন্য, অর্থাৎ সহ-অংশীদারিত্বের সম্পত্তিতে মৃত ব্যক্তির স্বত্বের হস্তান্তর, এবং এটি সহ-অংশীদারিত্বের মোট বিঘ্ন ঘটাবে না, যেন বাস্তবে সমস্ত জীবিত সহ-অংশীদারদের মধ্যে একটি নিয়মিত বাটোয়ারা এবং অবস্থার বিচ্ছেদ ঘটেছিল।"

১ (২০০৬) ৮ এস. সি. সি ৬৫৬

৮। বিজ্ঞ লেখকের মতে (পৃষ্ঠা ২৫৩-৫৪), অবিভক্ত স্বত্ব:

"মৃত সহ-অংশীদারের অনুবিধিতে উল্লিখিত নিয়মকে কার্যকর করার উদ্দেশ্যে, যেমনটি ইতিমধ্যেই উল্লেখ করা হয়েছে, তার মৃত্যুর তারিখে একটি আনুমানিক বাটোয়ারার ভিত্তিতে নির্ণয় করতে হবে। সেই অংশের নির্ধারণ অবশ্যই সেই ব্যক্তির সংখ্যার উপর নির্ভর করবে যারা তার মৃত্যুর ঠিক আগে যদি বাটোয়ারা হয়ে থাকত, তাহলে সহ-অংশীদারিত্বের সম্পত্তিতে একটি অংশ পাওয়ার অধিকারী হত এবং সেই ব্যক্তিকে মৃত সহ-অংশীদারের মৃত্যুর সময় প্রচলিত যৌথ পরিবার এবং বাটোয়ারা সংক্রান্ত হিন্দু আইনের নিয়ম অনুযায়ী নির্ণয় করতে হবে। সুতরাং, আনুমানিক বাটোয়ারা অংশ পাওয়ার অধিকারী ব্যক্তিদের নির্ধারণের প্রশ্নটি সেই নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে।"

১৮. এরপর আদালত কিছু রায় উল্লেখ করে বিধিবদ্ধ অনুমান কিভাবে ব্যাখ্যা করা হবে তা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন এবং অবস্থানটি নিম্নরূপ সংক্ষিপ্ত করেন:

"১১. সুতরাং আমরা মনে করি যে, আইনের ধারা ৬ অনুযায়ী যখন একজন সহ-অংশীদার মারা যান এবং তফসিলের শ্রেণী । -এ উল্লিখিত কোনো মহিলা আত্মীয় অথবা সেই শ্রেণিতে উল্লিখিত কোনো পুরুষ আত্মীয় যিনি সেই মহিলা আত্মীয়ের মাধ্যমে দাবি করেন, তাদের রেখে যান, তখন তার মিতাক্ষরা সহ-অংশীদারিত্বের সম্পত্তিতে তার অবিভক্ত স্বত্ব জীবিত সহ-অংশীদারের উপর উত্তরাধিকারসূত্রে হস্তান্তরিত হবে না, বরং তার উত্তরাধিকারীদের উপর ইনটেস্টেট উত্তরাধিকারসূত্রে হস্তান্তরিত হবে। আইনের ধারা ৬ এর ব্যাখ্যা ১ একটি পদ্ধতি প্রদান করে যার মাধ্যমে মৃত সহ-অংশীদারের অবিভক্ত স্বত্ব নির্ণয় করা যেতে পারে এবং এর অর্থ হলো একজন হিন্দু মিতাক্ষরা সহ-অংশীদারের স্বত্ব সম্পত্তির সেই অংশ বলে বিবেচিত হবে যা তাকে বরাদ্দ করা হত যদি তার মৃত্যুর ঠিক আগে সম্পত্তির বাটোয়ারা হয়ে থাকত, তিনি বাটোয়ারার দাবি করার অধিকারী ছিলেন কিনা তা নির্বিশেষে। এর অর্থ হল, একজন মৃত সহ-সম্পাদকের অবিভক্ত স্বার্থ খুঁজে বের করার উদ্দেশ্যে, তার মৃত্যুর ঠিক আগে একটি কল্পিত বিভাজন ধরে নিতে হবে এবং উত্তরাধিকার সূত্রে তার উত্তরাধিকারীদের উপরও এটি বর্তাবে, যার মধ্যে স্পষ্টতই জীবিত সহ-সম্পাদক অন্তর্ভুক্ত থাকবেন, যিনি উত্তরাধিকার সূত্রে মৃত ব্যক্তির অবিভক্ত স্বার্থের বিভাজন ছাড়াও, কল্পিত বিভাজনে তিনি যে সহ-সম্পাদক সম্পত্তি পেতে পারতেন তাতে তার অবিভক্ত স্বার্থ দাবি করার অধিকারী হবেন।”

১৯। এই মামলাটি স্পষ্টতই হাইকোর্ট কর্তৃক বিতর্কিত রায়ে গৃহীত দৃষ্টিভঙ্গিকে অস্বীকার করে।

২০। তা ছাড়া, আমাদের মতামত হল যে ২০০৫ সালের সংশোধনী আইনের মাধ্যমে পূর্বোক্ত ধারার সংশোধনী আপিলকারীদের পক্ষে সন্দেহাতীতভাবে বিষয়টিকে সমর্থন করে। এই সংশোধনী এখন সহ-সম্পাদকের কন্যাকেও পুত্রের মতোই তার নিজস্ব অধিকারে সহ-সম্পাদকের মর্যাদা প্রদান করে এবং সহ-সম্পাদকের সম্পত্তিতে একই অধিকার এবং দায়বদ্ধতা প্রদান করে যা পুত্র হলে তার থাকত। সংশোধিত বিধানটি নিম্নরূপ:

"৬. সহ-সম্পত্তিতে স্বার্থের হস্তান্তর। (১) হিন্দু উত্তরাধিকার (সংশোধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সালের ৩৯) শুরু হওয়ার পর থেকে, মিতাক্ষরা আইন দ্বারা পরিচালিত একটি যৌথ হিন্দু পরিবারে, একজন সহ-সম্পত্তির মালিকের কন্যা,

(ক) জন্মগতভাবে পুত্রের মতোই নিজের অধিকারে একজন সহ-অংশীদার হন;

(খ) পুত্র হলে তার যে অধিকার থাকত, সেই অধিকার তারও থাকবে;

(গ) উক্ত সহ-সম্পত্তির ক্ষেত্রে পুত্রের মতো একই দায়বদ্ধতা থাকবে, এবং হিন্দু মিতাক্ষরা সহ-সম্পত্তির যে কোনও উল্লেখ একজন সহ-সম্পত্তির কন্যার উল্লেখকে অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করা হবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এই উপ-ধারায় অন্তর্ভুক্ত কোনও কিছুই ২০০৪ সালের ২০শে ডিসেম্বরের আগে সংঘটিত সম্পত্তির কোনও বাটোয়ারা বা উইলভুক্তি সহ কোনও বিচ্ছিন্নতা বা বিচ্ছিন্নতাকে প্রভাবিত বা অবৈধ করবে না।

(২) উপ-ধারা (১) অনুসারে কোন হিন্দু মহিলা যে সম্পত্তির অধিকারী হন, তা সহ-মালিকানার ঘটনাবলীসহ তার কাছে থাকবে এবং এই আইনে অথবা আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উইল অনুসারে তার দ্বারা বিলি-বিলি-বিলি-করার যোগ্য সম্পত্তি হিসেবে বিবেচিত হবে।

(৩) হিন্দু উত্তরাধিকার (সংশোধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সালের ৩৯) প্রবর্তনের পর যদি কোন হিন্দু মারা যান, তাহলে মিতাক্ষরা আইন দ্বারা পরিচালিত যৌথ হিন্দু পরিবারের সম্পত্তিতে তার স্বার্থ, এই

আইনের অধীনে উইল বা উইলবিহীন উত্তরাধিকারের মাধ্যমে স্থানান্তরিত হবে, জীবিতদের দ্বারা নয়, এবং সহ-সম্পত্তি এমনভাবে ভাগ করা হয়েছে বলে গণ্য হবে যেন একটি বাটোয়ারা ঘটেছে এবং,

(ক) কন্যাকে পুত্রের সমান অংশ বরাদ্দ করা হবে;

(খ) পূর্ব-মৃত পুত্র বা পূর্ব-মৃত কন্যার অংশ, যা তারা বাটোয়ারার সময় জীবিত থাকলে পেত, তা সেই পূর্ব-মৃত পুত্র বা পূর্ব-মৃত কন্যার জীবিত সন্তানকে বরাদ্দ করা হবে; এবং

(গ) (গ) পূর্ব-মৃত পুত্র বা পূর্ব-মৃত কন্যার পূর্ব-মৃত সন্তানের অংশ, যা সেই সন্তান বাটোয়ারার সময় জীবিত থাকলে পেত, তা সেই পূর্ব-মৃত পুত্র বা পূর্ব-মৃত কন্যার সন্তানের সন্তানকে বরাদ্দ করা হবে, যেমনটি ক্ষেত্রে হতে পারে।

ব্যাখ্যা—এই উপ-ধারার উদ্দেশ্যে, একজন হিন্দু মিতাক্ষরা সহ-অংশীদারের স্বত্ব সম্পত্তির সেই অংশ বলে বিবেচিত হবে যা তাকে বরাদ্দ করা হত যদি তার মৃত্যুর ঠিক আগে সম্পত্তির বাটোয়ারা হয়ে থাকত, তিনি বাটোয়ারাের দাবি করার অধিকারী ছিলেন কিনা তা নির্বিশেষে।

(৪) হিন্দু উত্তরাধিকার (সংশোধনী) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সালের ৩৯ নং) কার্যকর হওয়ার পর, কোনো আদালত একজন পুত্র, পৌত্র বা প্র-পৌত্রের বিরুদ্ধে তার বাবা, দাদা বা প্র-দাদার কোনো বকেয়া ঋণ পুনরুদ্ধারের জন্য শুধুমাত্র হিন্দু আইন অনুযায়ী ধার্মিক বাধ্যবাধকতার ভিত্তিতে কোনো অধিকারকে স্বীকৃতি দেবে না, যাতে সেই পুত্র, পৌত্র বা প্র-পৌত্রের এমন কোনো ঋণ পরিশোধ করে:

তবে শর্ত থাকে যে, হিন্দু উত্তরাধিকার (সংশোধনী) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সালের ৩৯ নং) কার্যকর হওয়ার পূর্বে সম্পাদিত যেকোনো ঋণের ক্ষেত্রে, এই উপ-ধারার কোনো কিছুই প্রভাবিত করবে না:

(ক) যেকোনো পাওনাদারের অধিকার যা পুত্র, পৌত্র বা প্র-পৌত্রের বিরুদ্ধে প্রযোজ্য হতে পারে; অথবা

(খ) এই ধরণের ঋণের ক্ষেত্রে বা সন্তুষ্টির জন্য করা যেকোনো বিচ্ছিন্নতা, এবং এই ধরণের যেকোনো অধিকার বা বিচ্ছিন্নতা, ধার্মিক বাধ্যবাধকতার নিয়মের অধীনে একই পদ্ধতিতে এবং একই পরিমাণে বলবৎযোগ্য হবে যেমন হিন্দু উত্তরাধিকার (সংশোধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সালের ৩৯) প্রণীত না হলে।

ব্যাখ্যা- প্রকরণ (ক) এর উদ্দেশ্যে, "পুত্র", "পৌত্র" বা "প্র-পৌত্র" অভিব্যক্তিটি সেই পুত্র, নাতি বা প্র-পৌত্রকে বোঝাবে বলে মনে করা হবে, যিনি হিন্দু উত্তরাধিকার (সংশোধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সালের ৩৯) শুরু হওয়ার আগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বা দত্তক নিয়েছিলেন।

(৫) এই ধারার কোন কিছুই ২০০৪ সালের ২০শে ডিসেম্বরের আগে কার্যকর হওয়া কোনও বাটোয়ারার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

ব্যাখ্যা- এই ধারার উদ্দেশ্যে "বাটোয়ারা" বলতে ১৯০৮ সালের নিবন্ধন আইন (১৯০৮ সালের ১৬) এর অধীনে যথাযথভাবে নিবন্ধিত কোনও বাটোয়ারার দলিল সম্পাদনের মাধ্যমে করা কোনও বাটোয়ারা বা আদালতের ডিক্রি দ্বারা কার্যকর হওয়া বাটোয়ারাকে বোঝায়।]"

২১। এই সংশোধনীর প্রভাব বিভিন্ন হাইকোর্টের রায়ের বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে, বিশেষ করে, এই বিষয়টি যে, আইনটি কার্যকর হওয়ার ৯ সেপ্টেম্বর, ২০০৫ সালের পরে জন্মগ্রহণকারী কন্যাদেরই কি এই অধিকার প্রদান করা হবে, নাকি পূর্বে জন্মগ্রহণকারী কন্যাদেরও এই অধিকার প্রদান করা হবে। বৈশালী সতীশ গোনারকর বনাম সতীশ কেশোরাও গোনারকর[২] মামলায় বোম্বে হাইকোর্ট এই মতামত গ্রহণ করেছিল যে সংশোধনীর আগে জন্মগ্রহণকারী সকল কন্যার ক্ষেত্রেও এই বিধান প্রযোজ্য করা যাবে না, যখন আইনসভা নিজেই আইনটি কার্যকর হওয়ার পরবর্তী তারিখ নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল। এই দৃষ্টিভঙ্গি সদাশিব সখারাম পাতিল বনাম চন্দ্রকান্ত গোপাল দেশালে[৩] মামলায় একই হাইকোর্টের গৃহীত মতামতের বিপরীত ছিল। বিষয়টি পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চে পাঠানো হয়েছিল এবং পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চের রায়কে বদ্রীনারায়ণ শঙ্কর ভান্ডারী বনাম ওমপ্রকাশ শঙ্কর ভান্ডারী[৪] হিসাবে রিপোর্ট করা হয়েছে। পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ রায় দিয়েছে যে ধারা ৬-এর উপ-ধারা (১) এর প্রকরণ (ক) কার্যকর হবে, যেখানে প্রকরণ (খ) এবং (গ) এবং উপ-ধারা (১) এর অন্যান্য অংশ এবং উপ-ধারা (২) পূর্ববর্তীকালে কার্যকর হবে। রায় দিয়েছে যে সংশোধিত ধারা ৬ ১৭ই জুন, ১৯৫৬ (যে তারিখে হিন্দু উত্তরাধিকার আইন কার্যকর হয়েছিল) বা তার পরে (১৭ই জুন, ১৯৫৬ থেকে ৮ই সেপ্টেম্বর, ২০০৫ এর মধ্যে) জন্মগ্রহণকারী কন্যাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, যদি তারা ৯ই সেপ্টেম্বর, ২০০৫ তারিখে অর্থাৎ সংশোধিত আইন, ২০০৫ কার্যকর হওয়ার তারিখে জীবিত থাকে। ওড়িশা, কর্ণাটক এবং দিল্লি হাইকোর্টও একই প্রভাব রেখেছে[৫]।

২ এ.আই.আর ২০১২ বোম ১১০

৩ ২০১১ (৫) বোম সিআর ৭২৬

৪ এ.আই.আর ২০১৪ বোম ১৫১

৫ এ.আই.আর ২০০৮ ওরি ১৩৩ঃপ্রভাত চন্দ্র পট্টনায়েক বনাম শরৎ চন্দ্র পট্টনায়েক; আইএলআর ২০০৭ কার ৪৭৯০: সুগালাবাই বনাম গুণ্ডাপ্পা এ. মারাডি এবং ১৯৭ (২০১৩) ডিএলটি ১৫৪: রাখি গুপ্তা বনাম জহুর আহমদ

২২। বিতর্কটি এখন প্রকাশ ও অন্যান্য বনাম ফুলাবতী ও অন্যান্যের[৬] ক্ষেত্রে কর্তৃত্বপূর্ণ ঘোষণার মাধ্যমে নিষ্পত্তি হয়েছে যা উপরোক্ত হাইকোর্টের জারিজারি বোম্বে হাইকোর্টের পূর্ণ বেঞ্চের গৃহীত দৃষ্টিভঙ্গিকে অনুমোদন করেছে। উক্ত রায় থেকে পরবর্তী আলোচনা প্রাসঙ্গিকঃ

"১৭. সংশোধনীর মূল বক্তব্যে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, "একজন সহ-অংশীদারের কন্যা"-কে প্রদত্ত অধিকার "হিন্দু উত্তরাধিকার (সংশোধন) আইন, ২০০৫-এর শুরু থেকেই"। ধারা ৬(৩) সংশোধনের পরে মৃত্যুর কথা বলে, প্রযোজ্যতার জন্য। আইনের সরল ভাষা বিবেচনা করে, সংশোধনীর মূল বক্তব্যের চেয়ে ভিন্ন ব্যাখ্যার কোনও সুযোগ নেই। একটি মূল বিধানের সংশোধন সর্বদা সম্ভাব্য, যদি না তা স্পষ্টভাবে বা প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য দ্বারা পূর্ববর্তী হয়। [শ্যাম সুন্দর বনাম রাম কুমার, (২০০১) ৮ এসসিসি ২৪, অনুচ্ছেদ ২২ থেকে ২৭] বর্তমান ক্ষেত্রে, সংশোধিত বিধানের পূর্ববর্তী প্রভাব দেওয়ার জন্য কোনও স্পষ্ট বিধান নেই বা সেই প্রভাবের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য নেই। নিবন্ধিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা অসংশোধিত বিধান অনুসারে উত্তরাধিকার খোলার উপর আইনগত ধারণাগত বাটোয়ারাের উপর প্রয়োগ করতে পারে না, এই ধরনের বাটোয়ারাের প্রকৃতি বিবেচনা করে - যা আইনের কার্যকারিতা দ্বারা। সংশোধনীর উদ্দেশ্য এবং প্রভাব একটু পরে বিবেচনা করা হবে। এই সিদ্ধান্তের উপর, হাইকোর্টের দৃষ্টিভঙ্গি ধরে রাখা যায় না।

১৮। উত্তরদাতাদের যুক্তি যে সংশোধনীটিকে সামাজিক আইনের একটি অংশ হিসেবে পূর্ববর্তীকালীন হিসাবে পড়া উচিত তা গ্রহণযোগ্য নয়। এমনকি একটি সামাজিক আইনও পূর্ববর্তীকালীন কার্যকর হতে পারে না যদি না আইনসভা কর্তৃক এইরূপ ব্যবস্থা করা হয় বা ইচ্ছাকৃতভাবে করা হয়। বর্তমান ক্ষেত্রে, আইনসভা স্পষ্টভাবে সংশোধনীটিকে তার শুরু থেকে এবং পরবর্তী সময়ে প্রযোজ্য বলে ঘোষণা করেছে এবং শুধুমাত্র যদি প্রশ্নবিদ্ধ সহ-সম্পাদকের মৃত্যু সংশোধনের পরে হয়। সুতরাং, আইনের স্পষ্ট ভাষার পরিপ্রেক্ষিতে অন্য কোনও ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। ২০-১২-২০০৪ সালের পূর্ববর্তী বাটোয়ারা বা বিচ্ছিন্নতা বা বাটোয়ারাকে প্রভাবিত না করে রাখার অনুবিধিটিও এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারে না যে কন্যা আইন শুরু হওয়ার আগে একজন সহ-সম্পাদক হতে পারেন। অনুবিধির অর্থ হল যে এর দ্বারা আওতাভুক্ত নয় এমন লেনদেনগুলি মূল বিধান প্রযোজ্য হলে উপলব্ধ সহ-সম্পাদক সম্পত্তির পরিমাণকে প্রভাবিত করবে না।

৬ (২০১৬) ২ এসসিসি ৩৬

একইভাবে, ব্যাখ্যাটি ধারা ৬(৫) এর মূল বিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে পড়তে হবে, ২০-১২-২০০৪ সালের পরে সম্পাদিত বাটোয়ারার লেনদেনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। ধারণাগত বাটোয়ারা, তার প্রকৃতি অনুসারে, অনুবিধির অধীনে বা উপ-ধারা (৫) এর অধীনে বা ব্যাখ্যার অধীনে অন্তর্ভুক্ত নয়।

১৯। একটি বিধানের ব্যাখ্যা তার পাঠ্য এবং প্রসঙ্গের উপর নির্ভর করে। [আরবিআই বনাম পিয়ারলেস জেনারেল ফাইন্যান্স এবং ইনভেস্টমেন্ট কো. লিমিটেড, (১৯৮৭) ১ এসসিসি ৪২৪, পৃ. ৪৫০, অনুচ্ছেদ ৩৩] স্বাভাবিক নিয়ম হলো একটি বিধির শব্দগুলিকে সাধারণ অর্থে পড়া। অস্পষ্টতার ক্ষেত্রে, যুক্তিসঙ্গত অর্থ দিতে হবে। [কেহার সিং বনাম রাজ্য (দিল্লি অ্যাডমিন.), (১৯৮৮) ৩ এসসিসি ৬০৯ : ১৯৮৮ এসসিসি (ক্রি) ৭১১] আপাত বিরোধের ক্ষেত্রে, আইনসভার উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায়কে এগিয়ে নিতে সামঞ্জস্যপূর্ণ অর্থ দিতে হবে। [জেলা মাইনিং অফিসার বনাম টিস্কো, (২০০১) ৭ এসসিসি ৩৫৮]

২০। এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে যখন ব্যাখ্যার জন্য একটি অনুবিধি বা ব্যাখ্যা এসেছে। পাঠ্য, প্রেক্ষাপট এবং উদ্দেশ্যের উপর নির্ভর করে, ব্যাখ্যার বিভিন্ন নিয়ম প্রয়োগ করা হয়েছে। [এস. সুন্দরম পিল্লাই বনাম ভি.আর. পট্টবীরমন, (১৯৮৫) ১ এসসিসি ৫৯১]

২১। স্বাভাবিক নিয়ম হল, একটি অনুবিধিগুলির আইনের বাইরে এমন কিছু বাদ দেয় যা অন্যথায় আইনের আওতার মধ্যে থাকবে কিন্তু যদি পাঠ্য, প্রেক্ষাপট বা উদ্দেশ্যের জন্য প্রয়োজন হয় তবে একটি ভিন্ন নিয়ম প্রযোজ্য হতে পারে। একইভাবে, একটি ব্যাখ্যা হল ধারার শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করা কিন্তু যদি ভাষা বা উদ্দেশ্যের জন্য প্রয়োজন হয়, তাহলে ব্যাখ্যাটি সেইভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। আইনের ব্যাখ্যার নিয়মগুলি কার্যকর দাস কিন্তু কঠিন প্রভু। [কেশভজি রাভজি এবং কোং বনাম সিআইটি, (১৯৯০) ২ এসসিসি ২৩১: ১৯৯০ এসসিসি (কর) ২৬৮] ব্যাখ্যার উদ্দেশ্য হল আইনসভার উদ্দেশ্য আবিষ্কার করা।

২২। এই পটভূমিতে, আমরা দেখতে পাই যে ধারা ৬(১) এবং ধারা ৬-এর উপ-ধারা (৫) এর অনুবিধিগুলি স্পষ্টতই বিলটি প্রবর্তনের তারিখ ২০-১২-২০০৪ এর আগে সংঘটিত লেনদেনগুলিকে বাদ দেওয়ার উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে। ব্যাখ্যাটি কার্যকর হওয়ার সময় বৈধ থাকা পার্টিশনগুলি পুনরায় খোলার অনুমতি দিতে পারে না। ২০-১২-২০০৪ এর আগে লেনদেনগুলিকে চূড়ান্ত করার উদ্দেশ্য হল মূল বিধানটিকে কোনওভাবেই পূর্ববর্তীকালীন করা নয়। উদ্দেশ্য হল জাল লেনদেনের মাধ্যমে বিলটি প্রবর্তনের সময় উপলব্ধ সম্পত্তি কেড়ে নেওয়া হয় না এবং আইন দ্বারা প্রদত্ত অধিকার উপলব্ধ হওয়ার সাথে সাথে উপলব্ধ থাকে এবং প্রয়োগ করা হয়।

ধারা ৬(১) এবং (৩) এর সংশোধনীর মূল বিধানটি কোনওভাবেই প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে নয় বরং এইভাবে শক্তিশালী করা হয়েছে। আপিলকারীদের দ্বারা নির্ভরশীল এই ধরনের লেনদেন পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠিত নীতিগুলি ২০-১২-২০০৪ সালের পূর্ববর্তী সময়ের জন্য বাতিল করার উদ্দেশ্যে নয়। কোনও ক্ষেত্রেই ২০-১২-২০০৪ সালের পরেও আইনগত ধারণাগত বাটোয়ারা ব্যাখ্যা বা প্রশ্নবিদ্ধ অনুবিধিগুলির দ্বারা আচ্ছাদিত হতে পারে না।

২৩। তদনুসারে, আমরা মনে করি যে সংশোধনীর অধীনে অধিকারগুলি ৯-৯-২০০৫ তারিখের জীবিত সহ-কন্যাদের জীবিত কন্যাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, এই ধরনের কন্যারা কখন জন্মগ্রহণ করেছে তা নির্বিশেষে। উক্ত তারিখের আগে প্রযোজ্য আইন অনুসারে ২০-১২-২০০৪ সালের আগে সংঘটিত বাটোয়ারা সহ বিচ্ছিন্নতা বা বিচ্ছিন্নতা অপ্রভাবিত থাকবে। এরপরে কার্যকর হওয়া বাটোয়ারাের যেকোনো লেনদেন ব্যাখ্যা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে।"

২৩। মিতাক্ষরা আইন দ্বারা পরিচালিত যৌথ হিন্দু পরিবারের আইনে অভূতপূর্ব পরিবর্তন আনা হয়েছে। নিকটতম মহিলা আত্মীয়দের, অর্থাৎ সহ-স্বজনের কন্যাদের প্রতি সমান আচরণের ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনীয়তা মোকাবেলা করার জন্য উক্ত পরিবর্তনগুলি আনা হয়েছে। ধারাটিতে বলা হয়েছে যে একজন কন্যা তার জন্ম থেকেই সহ-স্বজন হবেন এবং পুত্রের মতোই অধিকার এবং দায়বদ্ধতা থাকবে। কন্যার সম্পত্তি থাকবে যা তিনি সহ-স্বজন সম্পত্তি হিসাবে অধিকারী, যাকে সম্পত্তি হিসেবে ব্যাখ্যা করা হবে যা তার দ্বারা উইল বা অন্য কোনও উইল দ্বারা নিষ্পত্তি করা সম্ভব। এই পরিবর্তনগুলি সমতার ভিত্তির উপর ভিত্তি করে তৈরি করার চেষ্টা করা হয়েছে, এইভাবে একটি কন্যার উপর যে অনুভূত অক্ষমতা এবং পক্ষপাতের শিকার হয়েছিল তা দূর করার চেষ্টা করা হয়েছে। ২০০৫ সালে হিন্দু উত্তরাধিকার আইন, ১৯৫৬ সংশোধন করে যে মৌলিক পরিবর্তনগুলি আনা হয়েছিল, তা সম্ভবত রোস্কো পাউন্ডের বিখ্যাত চুক্তি, "আইনের আদর্শ উপাদান"-তে প্রকাশিত অমর কথাগুলিরই একটি বাস্তবায়ন, যেখানে বলা হয়েছিল, "আইন অবশ্যই স্থিতিশীল থাকতে হবে এবং তবুও এটি স্থির থাকতে পারে না। তাই আইন সম্পর্কে সমস্ত চিন্তাভাবনা স্থিতিশীলতার প্রয়োজনীয়তা এবং পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার বিরোধপূর্ণ দাবিগুলির সমন্বয় সাধনের জন্য সংগ্রাম করেছে।"

২৪। সংশোধিত ধারা ৬-এ বলা হয়েছে যে, ২০০৫ সালের সংশোধিত আইনের শুরু থেকে, একজন সহ-স্বামীর কন্যা জন্মসূত্রে পুত্রের মতোই নিজের অধিকারে সহ-স্বামী হবেন। এটা স্পষ্ট যে পুরাতন ধারা এবং পুরাতন হিন্দু আইনের অধীনে পুত্রদের যে মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল তা ছিল জন্ম থেকেই তাদের সহ-অংশীদার হিসেবে গণ্য করা।

সংশোধিত বিধানটি এখন জন্ম থেকেই কন্যাদের সহ-সম্পাদকদের অধিকারকে আইনত স্বীকৃতি দেয়। এই ধারায় পুত্রের মতোই শব্দগুলি ব্যবহার করা হয়েছে। অতএব, এটা স্পষ্ট হওয়া উচিত যে একজন সহ-সম্পাদকের পুত্র এবং কন্যা উভয়কেই জন্মগতভাবে সহ-সম্পাদক হওয়ার অধিকার প্রদান করা হয়েছে। এটি একটি সহ-সম্পাদকের জন্মের সত্যতা যা সহ-সম্পাদকের সৃষ্টি করে, তাই একজন সহ-সম্পাদকের পুত্র এবং কন্যারা জন্মগতভাবে সহ-সম্পাদক হন। সহ-সম্পাদকের সম্পত্তির বিবর্তন হল একজন সহ-সম্পাদকের মৃত্যুর পরবর্তী পর্যায় এবং পরিণতি। একটি সহ-সম্পাদকের প্রথম পর্যায় স্পষ্টতই এর সৃষ্টি, যেমনটি উপরে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, এবং যেমনটি সুপরিচিত। সহ-সম্পাদকের ঘটনাগুলির মধ্যে একটি হল একজন সহ-সম্পাদকের মর্যাদা বিচ্ছিন্ন করার অধিকার। অতএব, সহ-সম্পাদকের অধিকার জন্ম থেকেই উদ্ভূত হয় এবং প্রবাহিত হয় (এখন কন্যা সহ) যেমনটি উপ-(১)(ক) এবং (খ) থেকে স্পষ্ট।।

২৫। হিন্দু মিতাক্ষরা সহ-সম্পাদকীয়ায় সর্বদা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সহ-সম্পাদকীয়তার ঘটনাগুলি বোঝার জন্য স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া বনাম ঘামন্দি রামের মামলায় এই আদালতের সিদ্ধান্তের উল্লেখ অপরিহার্য:

"হিন্দু আইনের মিতাক্ষরা স্কুল অনুসারে, একটি হিন্দু যৌথ পরিবারের সমস্ত সম্পত্তি আধা-কর্পোরেট ক্ষমতায় সমস্ত সহ-সম্পাদকদের দ্বারা যৌথ মালিকানায় থাকে। মিতাক্ষরার পাঠ্য কর্তৃত্ব স্পষ্টভাবে বলে যে যৌথ পারিবারিক সম্পত্তি তখন জীবিত এবং তারপরে জন্মগ্রহণকারী যৌথ পরিবারের সদস্যদের জন্য ট্রাস্টে রাখা হয় (দেখুন মিতাক্ষরা, অধ্যায় ।. ১-২৭)। মিতাক্ষরা আইনের অধীনে সহ-সম্পাদকের ঘটনাগুলি হল: প্রথমত, তৃতীয় প্রজন্ম পর্যন্ত একজন ব্যক্তির বংশগত পুরুষ বংশধররা পৈতৃক সম্পত্তিতে জন্মগত মালিকানা অর্জন করে; দ্বিতীয়ত, এই ধরনের বংশধররা যে কোনও সময় বাটোয়ারাের জন্য অনুরোধ করে তাদের অধিকার অর্জন করতে পারে; তৃতীয়ত, বাটোয়ারাের আগ পর্যন্ত প্রতিটি সদস্য বাকিদের সাথে সমগ্র সম্পত্তির উপর মালিকানা পেয়েছে; চতুর্থত, এই ধরনের সহ-মালিকানার ফলে সম্পত্তির দখল এবং উপভোগ সাধারণ; পঞ্চমত, সম্পত্তির কোনও বিচ্ছিন্নতা সম্ভব নয় যদি না এটি প্রয়োজনের জন্য হয়, সহ-সম্পাদকদের সম্মতি ছাড়া, এবং ষষ্ঠত, একজন মৃত সদস্যের মৃত্যুর পর তার স্বার্থ জীবিতদের কাছে চলে যায়।"

২ এ আই আর ১৯৬৯ এসসি ১৩৩০

২৬। অতএব, এটা স্পষ্ট যে বাটোয়ারাের অধিকার বাতিল করা হয়নি। এই অধিকার সহজাত এবং যেকোনো সহ-অংশীদার, এমনকি একজন কন্যাও, যিনি সহ-অংশীদার, তা উপভোগ করতে পারেন।

২৭। বর্তমান মামলায়, নিঃসন্দেহে, ২০০২ সালে বাটোয়ারার মামলা দায়ের করা হয়েছিল। তবে, এই মামলার বিচারাধীন থাকাকালীন, আইনের ধারা ৬ সংশোধন করা হয়েছিল কারণ ২০০৭ সালে বিচার আদালত ডিক্রিটি পাস করেছিল। এইভাবে, ২০০৫ সালে আপিলকারীদের অধিকার স্ফটিকিত হয়েছিল এবং এই ঘটনাটি বিচার আদালতের ও হাইকোর্টেরও মনে রাখা উচিত ছিল। গান্দুরি কোটেশ্বরম্মা এবং আরেকজন বনাম চাকিরি ইয়ানাদি এবং আরেকজন[৮] মামলায় এই আদালত রায় দিয়েছে যে সংশোধিত ধারা ৬ অনুসারে সহ-সম্পত্তিতে কন্যাদের অধিকার কেবল একটি বাটোয়ারা মামলায় প্রাথমিক ডিক্রি পাস হওয়ার কারণেই নষ্ট হয় না। যতদূর বাটোয়ারা মামলার কথা, চূড়ান্ত ডিক্রি পাস হওয়ার পরেই বাটোয়ারা চূড়ান্ত হয়ে ওঠে। যেখানে এই ধরনের পরিস্থিতি দেখা দেয়, ২০০৫ সালের সংশোধনীর মাধ্যমে আইনে পরিবর্তন বিবেচনা করে প্রাথমিক ডিক্রি সংশোধন করতে হবে।

২৮। বাস্তবে, কোনও বিরোধ নেই যে বাটোয়ারা মামলার বিষয়বস্তু সম্পত্তি যৌথ পরিবারের এবং গুরালিংগাপ্পা সাওয়াদি উক্ত যৌথ পারিবারিক সম্পত্তির প্রস্তাবক ছিলেন। আমাদের উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, উক্ত বাটোয়ারা মামলায়, অংশ আপিলকারীদের উপরও ন্যস্ত হবে। যেহেতু সাওয়াদি দুই পুত্র, দুই কন্যা এবং একজন বিধবা রেখে মারা গেছেন, তাই উভয় আপিলকারী উক্ত সম্পত্তির ১/৫ ভাগের অধিকারী হবেন। বাদী (উত্তরদাতা নং ১) অরুণ কুমার (বিবাদী নং ১) এর ছেলে। যেহেতু, অরুণ কুমারের ১/৫ ভাগ অংশ থাকবে, তাই বাটোয়ারার সময় এটি পাঁচ ভাগে ভাগ করা হবে অর্থাৎ বিবাদী নং ১ অরুণ কুমার, তার স্ত্রী বিবাদী নং ২, তার দুই কন্যা বিবাদী নং ৩ এবং ৪ এবং পুত্র/বাদী (বিবাদী নং ১) এর মধ্যে। এইভাবে, বাদী/উত্তরদাতা নং ১ সম্পত্তির ১/২৫ ভাগ অংশ পাওয়ার অধিকারী হবেন।

২৯. আপিলগুলি পূর্বোক্ত শর্তাবলীতে অনুমোদিত হয় এবং তদনুসারে বিচার আদালত দ্বারা বাটোয়ারাের ডিক্রি টানা হবে।

খরচ সম্পর্কে কোন আদেশ নেই।

দিব্যা পান্ডে

আপিল অনুমোদিত করা হল।

৮। (২০১১) ৯ এস. সি. সি ৭৮৮

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal